

**চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের
ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক
জনাব নুরুদ্দিন চৌধুরী
সাহেবের বিবৃতি প্রসঙ্গে**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রক্টর অধ্যাপক জনাব নুরুদ্দিন চৌধুরী সাহেবের গত ৩২।৮।৮৮ইং তারিখে ঢাকার একটি দৈনিকে বিবৃতি প্রসঙ্গে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. সি. প্রফেসর মাস্তান সাহেব যে ষ্টাইলে ক্ষমতায় আসিয়াছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ষ্টাইলে কাহাকেও অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় আসিতে দিবেন না। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া হইলেও তাহা প্রতিহত করিবেন। তাহার এই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা তথা সমাজের প্রতিটি বিবেকবান মানুষ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। তাহার মত একজন সুযোগ্য শিক্ষকের নিকট হইতে এই ধরনের অন্যকে কটাক্ষ করিয়া বিবৃতি দেওয়া কোন সুস্থ এবং বিবেকবান লোক কিছুতেই আশা করিতে পারে না। তাহার কথায় বুঝা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডি. সি. প্রফেসর মাস্তান সাহেবও অন্যায়ভাবে বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন। তার জানা

উচিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলার দেশের প্রতিটি ডি.সিকে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুযায়ী নিয়োগ করিয়া থাকেন। এবং তিনি এই নিয়োগের ব্যাপারে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, অন্য কেহ নন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসন করিয়া অবিলম্বে খুলিয়া দিয়া সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশের বিভিন্ন ছাত্র সমাজ ও সংগঠন, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও সিওকেট কর্তৃক গঠিত ১৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি সহ দেশের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন দাবী জানাইয়া আসিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই জাতীয় দাবীকে উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষক ও প্রক্টর ডি. সি. সাহেবের খামখেয়ালির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় খোলা

হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কেন খোলা হইতেছে না তাহা অধ্যাপক নুরুদ্দিন সাহেবের অজানা নয়। মুষ্টিমেয় দুঃকৃতকারীদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন অবস্থাতেই জিম্মী হইতে দেওয়া যায় না। ডি. সি.র বাসভবনে হামলা ও তাহাকে অপমান করা কোন বিবেকবান শান্তিপ্রিয় লোকই আশা করে না। তাই আমরা এই সমস্ত দুঃকৃতকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার দাবী করিতেছি।

এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে প্রক্টর শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের নিকট আমার আকুল আবেদন, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থা স্বীকার করিয়া সংকট দূর করিয়া, সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদের মূল্যবান জীবনের কথা ভাবিয়া আর দেরী না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দেওয়া হউক। অধ্যাপক নুরুদ্দিন সাহেব শুধু শিক্ষকই নন, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমার সাথে একমত পোষণ করিবেন বলিয়া আমি মনে করি।

এনামুল হক
২০৬, মালিবাগ, ঢাকা।